পাতালকন্যা

BANGLADARSHAN.COM

অজিত দত্ত

পাশাবতী

যেখানে রূপালি ঢেউয়ে দুলিছে ময়ূরপঙ্খী নাও,
যে-দেশে রাজার ছেলে কুমারীরে দেখিছে স্বপনে,
কুঁচের বরণ কন্যা একাকী বসিয়া বাতায়নে
চুল এলায়েছে যেথা, কালো আঁখি সুদূরে উধাও;
যে-দেশে পাষাণ-পুরী, মানুষের চোখের পাতাও
অযুত বৎসরে যেথা নাহি কাঁপে ঈষৎ স্পন্দনে,
হীরার কুসুম ফলে যে-দেশের সোনার কাননে,
কখনো, আমার পরে, তুমি যদি সেই রাজ্যে যাও–

তাহ'লে, তোমারে কহি, সে দেশে যে পাশাবতী আছে,
মায়ার পাশাতে যেই জিনে লয় মানুষের প্রাণ,
মোহিনী সে অপরূপ রূপময়ী মায়াবীর কাছে
কহিয়া আমার নাম শুধাইয়া আমার সন্ধান;
সাবধানে যেয়ো সেথা, চোখে তব মোহ নামে পাছে,
পাছে তার মৃদুকণ্ঠে শোনো তুমি অরণ্যের গান॥

১৯৩৪

BANGLADARSHAN.COM

পাতালকন্যা

কুমার শুনেছে রূপকথা;
সাপের নিঃশ্বাসে হিম পাতালের অবশ প্রাসাদে
কন্যার সোনার তনু গরলের নীলিমায় কাঁদে,
নীল সোনালতা।
সেখানে বেঁধেছে বাসা কুমারের উদাসীন মন,
তাহারে ফিরাবে কোন জন?

সাপের দেয়াল ছাদ, মণিকোঠা সাপের মণির,
লাল কালো ঝিক্‌মিক্ সাপদের শীতল বিছানা,
চুনির মণির মত লাল চোখ কাল্-নাগিনীর,
বাতাস বিষাক্ত সেথা, মানুষের সেথা যেতে মানা।
কুমারের উদাসীন মন
সেখানে বেঁধেছে বাসা, তাহারে ফিরাবে কোন জন?

BANGLADARSHAN.COM

কন্যার সোনার দেহে হাজার ময়ূরকণ্ঠী সাপ,
কন্যার বুকের পরে নাগিনীর সোনার কাঁচুলি,
সাপেরা মেলিয়া ফণা দূর করে গরলের তাপ,
কাঁপিলে কন্যার চোখ দশলাখ ফণা ওঠে দুলি';
দশলাখ লাল-কালো ডোরাকাটা সাপদের মাঝে,
সোনার কন্যার শুধু মুখখানি বাহিরে বিরাজে।
কুমারের উদাসীন মন
সে-দেশে গিয়েছে উড়ে, তাহারে ফিরাবে কোন জন?

গভীর সমুদ্র-তলে প্রবাল-দ্বীপের সীমা ছাড়ি',
তিমিরা যেখানে থাকে তারো নিচে সাপের দালান,
সাত-ডিঙা মধুকর যে-দূর সাগরে দেয় পাড়ি,
যেখানে সমুদ্র-তলে মরকত-মাণিকের থান,
তারো দূরে, তারো ঢের নিচে,
লক্ষ ফণা নিঃশ্বাসে দুলিছে,
একেলা সোনার কন্যা সেই দেশে অঘোরে ঘুমায়,

ঝিল্‌মিল্‌ ফণায় ছায়ায়।
কুমারের উদাসীন মন
সেখানে বেঁধেছে বাসা, তাহারে ভুলাবে কোন জন?

এমন অদ্ভুত রূপ আছে কোন্‌ রাজকুমারীর?
এমন চোখের পাতা (কুমার দেখেছে স্বপ্ন তার)
পৃথিবীতে কার আছে? কার আছে এমন শরীর?
এমন প্রবাল ঠোঁট আছে কোন্‌ সম্রাট্‌-কন্যার?
আর কোন্‌ কন্যা আছে যার খোঁজ কেহ নাহি জানে,
কুমার একেলা যাবে—পণ তার—যাহার সন্ধানে;
তারি কাছে গেছে উড়ে কুমারের উদাসীন মন;
তাহারে ফিরাবে কোন জন?

১৯৩১

BANGLADARSHAN.COM

পরী

পরীতে বিশ্বাস কর? দেখেছ কি মানুষ যখন
আঁধারে একাকী চলে পিছনে সে নাহি চায় ফিরে?
পদশব্দ শোনে কার পিছে পিছে ছায়ার মতন?
জানো কি পিছনে চলে মানুষের সে ঘোর তিমিরে?
পরীতে বিশ্বাস কর? পরী, যারা শীতল শিশিরে
সাঁঝ হ'লে মুখ ধোয় দিবসের ঘুম থেকে উঠে,
আকাশের সব তারা যে পরীরা নিয়ে যায় লুটে।

যদি তুমি কোনোদিন পাহাড়ের কিনারে কিনারে,
গভীর বনের পাশে, বিশাল মাঠের মাঝখানে
একা একা ঘুরে থাকো, তবে তুমি দেখিয়াছ তারে,
তাদের গলার স্বর তবে তুমি শুনিয়াছ কানে।
যদি তুমি সেথা গিয়ে বলে থাকো–'কে আছ এখানে?'
'কে আছ এখানে' বলে তারা সব হেসেছে তখন,
তাদের হাসির শব্দে কেঁপেছে পাহাড় মাঠ বন।

BANGLADARSHAN.COM

এ-ধরা গভীর বন, নিশাচরী এখানে বিহরে,
অন্ধকারে পদধ্বনি নৃত্যমত্ত সহস্র পরীর,
এ-বনে পরীর মায়া মানুষের প্রাণ লয় হ'রে,
অমার হাওয়ার মত তাহাদের ছায়ার শরীর,
বাতাসে ঝড়িয়া পড়ে, তাহাদেরি শ্লথ কবরীর
বিচ্যুত শেফালি ফুল ঊষালোকে স্রস্ত পলায়নে–
চোখের মণির মত তারা আছে আমার নয়নে।

মদের নেশার মত তাহাদের বাসিয়াছি ভালো,
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে শুনি উহাদের পায়ের নূপুর,
জানি ওরা নিশাচরী, তবু মোর নিশীথের আলো।
জানি ওরা মৃত্যু আনে, তথাপি সে-মরণ মধুর।
অস্পষ্ট ওদের রূপে প্রাণ মোর তবু ভরপুর;

হে নির্জন-সহচরী, আমি যাবো তোমাদের সাথে
স্বপ্নের অরণ্য পথে, সঙ্গীতের তারা-ভরা রাতে!

যদি তুমি কোনোদিন পাড়ারের কিনারে কিনারে
পদশব্দ শোনো পিছে, যদি কভু ছায়ার মতন
ছায়াঞ্চল দ্যাখো এক পালক-কোমল অন্ধকারে,
জেনো তবে সেইখানে আছে মোর রাত্রির স্বপন।
বারবার ছুটে যাই ছিঁড়ে দিতে তন্দ্রা-আবরণ,
বারবার ঘুরি সেথা, যদি দেখা পাই কোনো ক্ষণে,
চোখের আড়ালে, তবু ওরা আছে মোর সারা মনে॥

১৯৩০

BANGLADARSHAN.COM

কালের পাখি

হে কালের পাখি, শাদাকালো দুই পাখা
আমার কুটিরে একটু থামিবে না কি?
দেখিছ না আজ আমার কুটির ঢাকা
নব ফাল্গুন-ফুলে, হে কালের পাখি!
কতদূরে তুমি যাবে? কেন? কোন্ দেশে?
পাখা কি তোমার বিশ্রাম নাহি চায়?
আজিকার দিন হেথা থেকে যাও এসে
আমার বাগানে, আমার গাছের ছায়।

ইন্দ্রপ্রস্থ ভালো লাগে নাই বুঝি?
ভালো লাগিল না মগধ-কাঞ্চী-কাশী?
মনের মতন দেশ মিলে নাই খুঁজি?
বাঁধেনি তোমারে অশ্রু কিম্বা হাসি?
রাবণ যখন ভুবন করিল জয়
তোমারে সে কেন বাঁধিল না ফাঁদ পেতে?
গাণ্ডীব ধনু, তূণ যাঁর অক্ষয়,
পার্থ তোমারে ছেড়ে দিল চলে যেতে?
হে কালের পাখি, শাদাকালো দুই পাখা,
যেয়ো না যেয়ো না আমার কুটির ছাড়ি,
দ্যাখো, ফুলে আজ আমার কুটির ঢাকা,
শুধু একদিন থেকে যাও মোর বাড়ি।

৩ ডিসেম্বর ১৯৩৪

BANGLADARSHAN.COM

রাঙা সন্ধ্যা

রাঙা সন্ধ্যার স্তব্ধ আকাশ কাঁপায়ে পাখার ঘায়
ডানা মেলে দূরে উড়ে চলে যায় দু'টি কম্পিত কথা,
রাঙা সন্ধ্যার বহ্নির পানে দু'টি কথা উড়ে যায়।

পাখার শব্দে কাঁপে হৃদয়ের প্রস্তর-স্তব্ধতা,
দূর হ'তে দূর—তবু কানে বাজে সে পাখার স্পন্দন,
ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণ, ঝড়ের মতন তবু তার মত্ততা।

চলে যায় তারা চোখের আড়ালে, লক্ষ কথার বন
অট্টহাস্যে কোলাহল করে, তবু ভেসে আসে কানে
পাখার ঝাপট, বজ্র ছাপায়ে এ কি অলি-গুঞ্জন?

যাযাবর যত পক্ষী-মিথুন থামে তারা কোন্‌খানে?
মানুষের ছায়া সে-আলোর নিচে পড়েছে কি কোনোদিন
তুমি তো আমারে ভুলে যাবে নাকো যদি যাই সন্ধানে?

BANGLADARSHAN.COM

তুমি নীড়, তুমি উষ্ণ কোমল, পাখার শব্দ ক্ষীণ।
তবু সে আমারে ডাকে, ডাকে শুধু ছেদহীন ক্ষমাহীন॥

১৯৩৫

মাছেরা

কেঁপে কেঁপে ওঠে জল, কে তারে কাঁপায়?
উপরে বাতাস, আর নিচে তার রূপালি মাছেরা।
রূপালি মাছেরা খেলে, কাঁপে জল সে-ডানার ঘায়,
ছোট বড় ঝক্‌ঝকে শত শত রূপালি মাছেরা।

চক্‌চকে আঁশে ঢাকা মাছগুলি ঘোরে ঝাঁকে ঝাঁকে,
মাথা তুলে একবার দেখে নেয় সুনীল আকাশ,
তার পর ডুব দিয়ে চলে যায় প্রবালের দেশে–
ঝিনুকের শাদা কোলে সেই রাজ্যে মুক্তারা ঘুমায়।

ছোট মাছ বড় মাছ পাশাপাশি ছুটে চলে যায়,
নীলাভ ঢেউয়ের ’পরে, পাতালের নিথর শীতলে,
তাদের ডানার নিচে সপ্তসমুদ্রের নীল জল,
তাদের নিঃশ্বাসে কাঁপে আকাশের নক্ষত্রের ছায়া॥

BANGLADARSHAN.COM

১৯ নভেম্বর ১৯৩৪

পুলিশ

নিঝুম্ নিশুতি রাতে যখন ঘুমায়ে থাকে কবি,
নবোঢ়া ঘুমায় যবে, নব-প্রেম-মুগ্ধা ঘুম যায়,
নক্ষত্র-খচিত-কেশা শর্বরীরে কে দেখে তখন?
নিদ্রার গুণ্ঠন তুলি' ধরা পানে কে তখন চায়?
তখন সে শিহরিত ছায়ার আড়ালে
চকোর ফুকারে যদি, দোয়েলায় দেয় যদি শিস্,
কান পেতে শুনে ভাবে দূরে কোথা-হুইস্‌ল্ বাজে–
একমাত্র জাগরূক রাস্তার পাহারা পুলিশ।

দেখে না সে আকাশের জ্যোৎস্নার জরির ওড়্না
শ্লথ হয়ে খসে গেছে নতজানু মর্তকরপুটে,
দেখে না সে ফুলগুলি সহসা মেলিতে চায় ডানা
দিবসের নিদ্রা হতে তারার চুম্বনে জেগে উঠে।
জানে না সে ঘাসগুলি শিশিরে হয়েছে মখ্‌মল,
বাতাসে ঝরিছে পাতা, তার সে রাখে না কোনো খোঁজ,
তবুও নিশীথ রাত্রে নিদ্রিত ধরার প্রতিনিধি
পুলিশ একাকী জাগে রোজ।

শরতের শিশিরের কণাগুলি ঝল্‌মল করে
চুনির মণির মত চাঁদের আলোর নিচে নিচে,
পুলিশ তাকায়ে ভাবে নিশ্চয় রক্তই হবে,
খুন ভেবে শশব্যস্ত হয়ে ওঠে মিছে?
রাত্রির বিজন বনে পরীদল খেলা করে রোজ,
গাছের পাতারা ডেকে কথা কয়, পাখি দেয় শিস্,
তার মাঝে সারারাত চোরের ভাবনা ভেবে জাগে
রাস্তার পাহারা পুলিশ!

১৯৩৬

BANGLADARSHAN.COM

অহল্যা

অহল্যার শুক্লাপাঙ্গে পলক-প্রচ্ছায়ে
মনোভব পাতিয়াছে শিথিল শয়ন
দ্বিপ্রহরে। মহাতপা গৌতম ঋষির
পুণ্য তপোবন আজি নিদাঘ দিবার
আপক্ব ফলের গন্ধে, পুষ্পিত তরুর
আন্দোলিত শাখার বীজনে আমন্থর।
অবিদূর খর্জুর-কাননে ফলিয়াছে
স্বর্ণাভ খর্জুর, দূরে আম্র-বাটিকায়
নব আম্রমুকুলের মধুর আঘ্রাণে
দলে দলে উড়িতেছে মধুমক্ষিদল
উন্মত্তের মত।

শান্ত আশ্রম কাননে
অশ্বত্থ ছায়ায় পাতি অর্ধ-বস্ত্রাঞ্চল
অহল্যা চাহিয়া ছিল আবিষ্ট নয়নে
পারাবত-মিথুনের পানে। স্বপ্নময়,
হেন দ্বিপ্রহরে দূর দিগন্তে চাহিয়া
দেখা যায় স্বর-সখা হৈম বসন্তের
স্বর্ণ পর্ণ, অলকে কপোলে আসি লাগে
উড্ডীন ঋতুর মৃদু ডানার বাতাস।

আর্যপুত্র তপোধন গেছে অবগাহে
বহুক্ষণ, স্নান অন্তে অর্ঘ্য বিরচিয়া
গঙ্গোদকে, ঋষিবর নিত্য পূজা করে
সহস্রাংশুসমপ্রভ দেব সবিতায়।
তারপর ক্রমান্বয়ে করি আবাহন
ইন্দ্রাগ্নী বরুণ আর দ্যারা-পৃথিবীরে
কুটিরে আসেন ফিরে অহল্যার কাছে
মহর্ষি গৌতম মহাতপা। ততক্ষণে
আকাশে মলিন হয় দেব সবিতার

BANGLADARSHAN.COM

চম্পক-কুট্মলনিভ উজ্জ্বল কিরণ।
ততক্ষণ অহল্যার সারা দেহ ঘেরি
চূত আর চম্পকের মিলিত আঘ্রাণ
উন্মত্ত সর্পের মত জড়ায়ে রহে না
তীব্র আলিঙ্গনে, তীক্ষ্ণ রসানগ্র মাখি'
বসন্তের বিষমোহ জর্জর করে না
তনু দেহ, আবেশ আনে না নেত্রপাতে।

মহর্ষি গৌতম মহাতপা; স্বর্গ আর
মর্তলোক তাঁর কাছে করতলগত
আমলক সম। স্বর্গ কিম্বা রসাতলে
তাঁর অবিদিত নহে। ত্রিকালজ্ঞ যেই
নখাগ্রে গণিতে পারে নক্ষত্রনিচয়,
সেও হায়, শঙ্কিত প্রকাশভীরু ম্লান
রমণীর হৃদয়ের গোপন কামনা
জানিতে পারে না। সবিতার নভোব্যাপী
রশ্মির গণনা করি নয়ন যাহার
জ্বলন্ত উজ্জ্বল, তুচ্ছ রমণীর হিয়ার
ক্ষীণ আর্তি তাঁর চোখে ভস্ম হয়ে যায়।
তথাপি, ঈশ্বর জানে, অহল্যা মানবী।
রক্তমাংস বিনির্মিত এ দেহ-মন্দিরে
অগণন দেবতার সাথে বিহরায়
সে কিশোর কুসুমেষু, যাহার আদেশে
নরনারী সৃষ্টি করে নব জনস্রোত।
ঈশ্বর জানেন, জানে দেব মনোভব
অহল্যার দুঃখের নাহিক পরিসীমা।

সর্বনারীরূপশ্রেষ্ঠা অহল্যার কথা
কে না জানে? সর্বদেব নয়ন-রশ্মির
সম্মিলিত তেজে ধরার বসন্ত লয়ে
বৈজয়ন্ত ধামে উদিল যে, কে সে নারী?
অহল্যা, অহল্যা সেই জানে সর্বজন।

BANGLADARSHAN.COM

তথাপি এ বসন্তের দিনে, জনহীন
বনানীর অন্ধকার কোণে অহল্যারে
কে দেখিল? কে কহিল, সর্বশ্রেষ্ঠা নারী
অহল্যা? কোথা সে প্রিয়?

সহসা চকিয়া
অহল্যা দেখিল চাহি, শ্যাম বীথি মাঝে
শুষ্ক মর্মরিত পত্রপুঞ্জ পায়ে দলি'
আসিছেন আর্যপুত্র মহর্ষি গৌতম
তপোনিধি। সবিতার অরুণ-কিরণ–
আশীর্বাদে দীপ্ত ভাল, প্রশান্ত প্রোজ্জ্বল
দু'নয়ন, সুগভীর বলি-রেখাবলী
দীপিছে ললাট মাঝে, যেন প্রতিভার
স্বহস্ত স্বাক্ষর। এক হাতে বহিছেন
গঙ্গোদক কমণ্ডলু, আর অন্য হাতে
সিক্ত পরিধেয় বাস, গৈরিক উত্তরী।
আজি কেন গৌতমেরে অহল্যার চোখে
মনে হয় সৌম্যতর, ভাস্বর, সুন্দর
সর্বপ্রিয়তম?

ধীরে আসিলা গৌতম।
প্রসারিত হস্তসম অশ্বত্থ শাখায়
রাখিয়া উত্তরী-বাস বাম বাহু হ'তে,
কমণ্ডলু রাখি আঙ্গিনায়, কহিলেন
সৌম্যমূর্তি, "প্রিয়তমে, পবন মন্থর
আজি, বহে না সে স্তুতি দেবতাসকাশে,
গঙ্গা শিথিলগামিনী, আর বিভাবসু
অন্যমনা। অসময়ে তাই আজি প্রিয়ে
এসেছি করিতে যাচ্ঞা তোমার সমীপে
জগতের শ্রেষ্ঠ কাম্য সান্নিধ্য তোমার।"

যৌবনের জন্মদিন হ'তে কোন্ বাণী
অহল্যা গেঁথেছে বসি' দীর্ঘ রাত্রি জাগি'

BANGLADARSHAN.COM

প্রহরের কৃষ্ণ-সূত্রে অতি সঙ্গোপনে?
কোন্ কথা এখনি কহিয়া গেল কাণে
দক্ষিণের মদোন্মত্ত বায়ু? আর্যপুত্র
কেমনে জানিল?

তখন সে কোন্ ঋতু?
তখন ফাল্গুন মাস, যে কুসুম-মাসে
এক পাত্রে প্রিয়াসহ মধু করে পান
উন্মত্ত দ্বিরেফ; যেই সুতীক্ষ্ণ ঋতুর
শরাঘাতে মহাযোগী হিমাদ্রিনিবাসী
আদিদেব রুদ্রতপা কঠোর ধূর্জটি
পার্বতীর মুখে চাহে মেলি ত্রিনয়ন
পলকবিহীন।

তবু যদি বসন্তের
কোমল পালক অহল্যার চক্ষুপাতে
না লাগিত, যদি স্মর মরক-কেতন
নাহি হ'ত ইন্দ্রাধীন, অহল্যা তা'হলে
দেখিত, সে লাবণ্যমণ্ডিত বরবপু
ক্রূরকর্মা তপোধন গৌতমের নহে।
কিন্তু তবু তপোবনে বসন্ত তখন,
কিন্তু তবু মনোভব বৃত্রারি অধীন!

অহল্যা! পাষাণী নারি! পাষাণের নিচে
প্রাণ আছে? শোনো না কি দক্ষিণ পবন
চিরন্তন যৌবন-স্তম্ভিত শুভ্র তব
পাষাণ দেহের দ্বারে আছাড়ি' পড়িছে,
আজি পুনঃ? দ্যাখো না কি নিদ্রিত পুরীর
অভ্যন্তরে পশি কুমার বসন্ত ঋতু
বুলায় সোনার কাঠি ধরিত্রীর চোখে
মৃদু লঘু করে!

BANGLADARSHAN.COM

অহল্যা কহে না কথা।
মৃত্যুহীন কাব্য সম পাষাণে অটুট
যৌবন-সৌন্দর্য তার নিষ্পলক চোখে
চেয়ে রয় আকাশের শূন্য এক কোণে,
সমস্ত শর্বরী যেথা গভীর আঁধারে
একটি প্রদীপ্ত তারা জ্বলে অনির্বাণ,
আকাশের একমাত্র উজ্জ্বল তারকা॥

১৯২৯

BANGLADARSHAN.COM

সনেট

একবার মনে হয়, দূরে বহুদূরে, শাল তাল
তমাল হিন্তাল আর পিয়ালের ছায়া ম্লান-দেশে
প্রেম বুঝি নাহি টুটে, অশ্রু বুঝি কোনো দিন এসে
আঁখি হ'তে মুছে নাহি নেয় স্বপ্ন। বুঝি এ-বিশাল
ধরণীর কোনো কোণে ফুল ফুটে রয় চিরকাল,
বসন্ত-সন্ধ্যার মোহ দক্ষিণ বাতাসে আসে ভেসে,
বুঝি সেথা রজনীর পরিতৃপ্ত প্রেমের আবেশে
প্রভাত-পদ্মের ভরে কেঁপে ওঠে তারার মৃণাল।

যদি তাই হয়, তবু সেই দেশে তুমি আর আমি
বাহুতে জড়ায়ে বাহু নাহি যাবো শান্তির সন্ধানে;
মোদের জানালা পথে বয়ে যাক্ পৃথিবীর স্রোত।
সে-স্রোতে কখনও যদি ভেসে আসে নীলাভ-শরৎ,
তোমার চোখের কোলে, মেঘ যদি কভু মোহ আনে,
সে চোখে আমার পানে চেয়ো তুমি অকস্মাৎ থামি'॥

১৯৩৬

BANGLADARSHAN.COM

হিব্রুর ছায়ানুসরণে

তোমার মুখের চুমা পাই যেন, হে মোর সুন্দর!
মধুর তোমার প্রেম, সুরার চেয়েও মোহময়।
হে মোর আত্মার সখা! কেমনে তোমার পরিচয়
ওদের বোঝাবো আমি? তুমি ভাষাতীত মনোহর!
তুমি যেন রাজপথে বিশাল উদ্দাম খরতর
অশ্বদল; তুমি যেন শান্ত সিন্ধু মুক্তার আলয়;
তোমার বাহুতে আমি পরাইব সোনার বলয়,
দোলাব মুক্তার মালা, আমি তব বুকের উপর!

চন্দনের মাল্য তুমি, আমার বুকের মাঝখানে
আমারে জড়ায়ে থাকো সারারাত নিবিড় গভীর!
হে সুন্দর, সুশীতল! ঘাসে যেথা পড়েছে শিশির
তরল মুক্তার মত, আমাদের শয়ন সেখানে;
বটের নিবিড় ছায়া সেখানে গভীর শান্তি আনে,
মাধবীর ঘন ছায়ে সেথা হয় নিঃশ্বাস মদির!

বনের গোলাপ আমি, পদ্ম আমি শীতল দিঘির;
সবার প্রেমের মাঝে মোর প্রেম বনের কমল।
প্রিয় মোর বনস্পতি, শ্যামচ্ছায়া সুস্নিগ্ধ শীতল,
আপেল গাছের মত ফলভারে আনত-নিবিড়।
তাহার ছায়ায় আমি লভিয়াছি প্রশান্তি গভীর,
আমি জানিয়াছি কত মধুর-আস্বাদ তার ফল;
‘শারণে’র যত মেয়ে তার মাঝে আমি শতদল,
আমার প্রিয়ের মত কেহ নয় মহানগরীর।

মোরে সে রেখেছে বেঁধে ডান হাতে বক্ষের সম্পুটে,
আমার মাথার নিচে বাম বাহু রেখেছে সে তার;
ওগো যত জেরুসালেমের মেয়ে! শপথ আমার,
আমার প্রিয়ের ঘুম, দেখো যেন নাহি যায় টুটে;

BANGLADARSHAN.COM

শান্তজলে তারকার ছায়া সম উঠিয়াছে ফুটে
যে-স্বপ্ন আমার চোখে, ভাঙিয়ো না সে-স্বপ্ন সোনার॥

১৯৩৮

BANGLADARSHAN.COM

সন্ধ্যার প্রার্থনা

“ওরে মেয়ে, দেখ্ দুয়ারে কিসের ধ্বনি!
নিথর রাত্রে কাঁপিছে বন্ধ দ্বার।”
“ও কেবল মাগো বাতাসের রণরণি,
উতল হাওয়ায় বৃষ্টির ঝঙ্কার।
জানালার কাঁচে আছাড়ি’ পড়িছে শ্রাবণের জলকণা;
মাগো তুমি শুয়ে থাকো,
চঞ্চল হয়ো নাকো,
আমি পড়ি বসে মোমের আলোয় সন্ধ্যার প্রার্থনা।
—ওগো যত জেরুসালেমের মেয়ে, জাগো রাত্রিতে আজ,
ওই শোনো বাজে বন্ধুর মোর গভীর পদধ্বনি,
শোনা যায় তারে নিশীথ আঁধারে নীরব মাঠের মাঝ,
সিক্ত অলক ভূষণ তাহার বৃষ্টি কণার মণি।”

BANGLADARSHAN.COM

“ওরে মেয়ে, শোন্ কে যেন এসেছে ঘরে,
পায়ের শব্দ শুনেছি সিঁড়ির দিকে।”
“ও কিছু না মাগো ইঁদুরে আওয়াজ করে,
কিম্বা হয়তো খেলা করে চামচিকে।
জানালার পরে অবিরল ঝরে ঝর ঝর জলকণা;
মাগো তুমি শুয়ে থাকো,
চঞ্চল হয়ে নাকো,
আমি পড়ি বসে একেলা এ ঘরে সন্ধ্যার প্রার্থনা।
—ওগো যত জেরুসালেমের মেয়ে আসিছে বন্ধু মোর,
আসিছে সে ওই সবুজ আঙুর-আনত বনের থেকে,
ডুমুর যেথায় পাকিছে এখন সেথা থেকে প্রিয় মোর
একা মোর সাথে রাত্রি যাপিতে আসিতেছে পথ দেখে।”

“ওরে মেয়ে মোর, ভূতে ভয় পেলি বুঝি?
তোর ঘরে যেন শুনি চরণের ধ্বনি।”
“ভূতেরা আজিকে পাবে না আমারে খুঁজি,
দেবদূত কাছে আসিল যে এক্ষণি।

জানালার ’পরে ঝর ঝর ঝরে অবিরল জলকণা;
মাগো তুমি শুয়ে থাকো,
চঞ্চল হয়ো নাকো,
আমি পড়ি বসে সারা মন দিয়ে সন্ধ্যার প্রার্থনা।
–সুন্দরতম, সর্বশ্রেষ্ঠ, প্রিয়তম প্রিয় মোর,
বক্ষে আমার শোনো উত্তাল রক্তের মত্ততা,
সকল নয়ন নিদ্রিত , সব ঘরে আঁধারের ঘোর
ওগো নগরীর প্রহরী, কোরো না বিশ্বাসঘাতকতা।”

জ্যর্মণ কবিতা থেকে
১৯২৮

BANGLADARSHAN.COM

একটি কবিতার টুকরো

মালতী, তোমার মন নদীর স্রোতের মতো চঞ্চল উদ্দাম,
মালতী, সেখানে আমি আমার স্বাক্ষর রাখিলাম।

জানি, এই পৃথিবীতে কিছুই রহে না;
শুক্লকৃষ্ণ দুই পক্ষ বিস্তারিয়া মহা শূন্যতায়
কাল বিহঙ্গম উড়ে যায়
অবিশ্রান্ত গতি।
পাখার ঝাপটে তার নিবে যায় উল্কার প্রদীপ,
লক্ষ লক্ষ সবিতার জ্যোতি।

আমি সেই বায়ুস্রোতে খসে-পড়া পালকের মত
আকাশের শূন্য নীলে মোর কাব্য লিখি অবিরত;
সে-আকাশ তোমার অন্তর,
মালতী, তোমার মনে রাখিয়াছি আমার স্বাক্ষর॥

BANGLADARSHAN.COM

১৯৩৪

বাড়ব

কামনার সিন্ধুশৈল রুক্ষ কৃষ্ণ ভীষণ উষর–
বায়ুহীন শীর্ষে তার সঙ্গীহীন দাঁড়াইনু আসি;
যতদূর দৃষ্টি চলে ঘনকৃষ্ণ কুন্তলের রাশি
শ্যাম দেহ-দ্বীপ ঘেরি রচিয়াছে উত্তাল সাগর।
সৌরভের মহারোলে দেহ মোর কাঁপে থরথর;
বাতাসে আমার মুখে কেশসিন্ধুকণা আসে ভাসি';
অনন্ত নাগের মত লক্ষ মুখে নিতে চায় গ্রাসি'
আমারে সে কেশ-সিন্ধু–লুব্ধ, কৃষ্ণ, মহাভয়ঙ্কর।

অকস্মাৎ সিন্ধুবক্ষে জেগে ওঠে প্রলয়-কম্পন,
মুহূর্তে টুটিয়া পড়ে পদনিম্নে কঠিন-পর্বত
ভঙ্গুর স্ফটিক সম বিচূর্ণিত লক্ষ কণিকায়,–
সহসা আমার দেহ দগ্ধ করি' লেলিহ প্রভায়
আমারে গ্রাসিয়া লয় ভীষণ বাড়ব বহ্নিবৎ
কেশসিন্ধু গর্ভ হতে অগ্নিপ্রভ আরক্ত আনন॥

১৯৩৪

BANGLADARSHAN.COM

আরেক রাত্রিতে

সবচেয়ে বড় গোলাপ যেখানে ফোটে
ওড়ে যেথা প্রজাপতি,
তমাল-শ্যামল ছায়া-সুশীতল যেথা
কুসুমিত বসুমতী,
পাতার আড়ালে পাখি করে কলরব,
হাওয়া ছুঁয়ে যায় চুল,
যেথা হ'তে কেউ কুড়ায়ে যায় না লয়ে
ছড়ানো শুষ্ক ফুল,
ম্লান জ্যোৎস্নার আব্‌ছা আলোয় যেথা
চাঁপা ফুল হয় পরী,
বাতাস যেখানে স্তবগুঞ্জন গায়
শোনে যেথা শর্বরী,
ঋতু বসন্তে চঞ্চল কুসুমেরা
ডাকে যেথা ইশারাতে
তুমি আর আমি যাব সে মধুর দেশে
দোঁহে মিলি এক সাথে।

কিন্তু যেখানে গভীর অন্ধকারে
ভয়াবহ নির্জনে
ক্লান্ত জীবন নীরবে খেলিছে পাশা
কঠোর মৃত্যু সনে,
শুষ্ক বনানী রিক্তপত্র যেথা
জীর্ণ দেবতাবাস,
যেথা অচকিতে কপালে আসিয়া লাগে
মৃত্যুর হিম শ্বাস,
তারকা যেখানে চুপে চুপে কথা কয়
ভীতা কল্পনা সনে,
দৈত্যের মতো ভাবনার দল যেথা
খেলে প্রমত্ত মনে,

BANGLADARSHAN.COM

বিদ্যুৎসম ভয়াবহ মহাকাল
যেথা দিয়ে যায় দেখা,
সে-ভীষণ দেশে যখন ভ্রমিতে হবে
সেথা আমি যাব একা॥

জানুয়ারি ১৯৩০

BANGLADARSHAN.COM

মিস্–

কলঙ্ক-কঙ্কণ ভাঙো! ও কেবল ভূষণ তোমার
বারবার সকলের চোখের উপরে তাই বুঝি
সেই তব কলঙ্কের ঐশ্বর্যের মহামূল্য পুঁজি
ঢঙে আর ন্যাকামিতে নানাভাবে করিছ প্রচার।
দ্রৌপদীর কথা ভাবি মনে আনিয়ো না অহঙ্কার
ঊষাকালে তব নাম মানুষ স্মরিবে চোখ বুজি,
দুর্ভাগ্য, দুর্ভাগ্য তব, রাহুময় তোমার ঠিকুজি,
সেথায় নক্ষত্র নাই অনির্বাণ স্মরণীয়তার।

কলঙ্ক-ভূষণ খোলো! বহু-প্রেম-গর্ব যদি চাহ–
যদি ভালোবাসিবার শক্তি থাকে, প্রিয়তম মাঝে
দ্যাখো তবে পার্থ-ভীম-যুধিষ্ঠিরে, পঞ্চ পাণ্ডবেরে;
যে-কলঙ্কে লুব্ধ করি’ বহু হতে বহুতরদেরে
ঊর্ণায় টানিতে চাও, সে-ভূষণ নারীরে না সাজে,
বিশ্বাস করিতে পারো, এর চেয়ে উৎকৃষ্ট বিবাহ॥

ডিসেম্বর ১৯৩৫

BANGLADARSHAN.COM

ন খলু ন খলু বাণঃ

সংহত করো, সংহত করো অয়ি,
যৌবন-বাণ তীক্ষ্ণ ভয়ঙ্কর,
এ নহে তন্দ্রা-অরণ্য-ছায়াচারী
ত্রস্ত হরিণ, সংহরো তব শর।
তীক্ষ্ণ সায়ক দীপ্ত এ-দিবালোকে
ভ্রষ্টলক্ষ্য কোনোমতে হয় পাছে,
শক্তি তোমার সংহত করো অয়ি,
মৃগয়ারো তরে ভিন্ন সে ঋতু আছে।

গর্বিতা অয়ি বলয়-শৃঙ্খলিতা
মুহূর্ত ভোলো বন্ধন-কৌশল,
চোখে থাক্ মোহ, হে মোহ-দুর্বিনীতা
বহুছলময়ি, আঁখি হোক ছল ছল।
চিত্ত আমার স্তব্ধ সরসী-সম
শুধু ছায়াখানি বক্ষে রাখিব এঁকে,
সুকঠিন মম মর্মের দর্পণে
সায়ক তোমার মিথ্যাই যাবে বেঁকে।

জানিয়ো কন্যা, আলেখ্য নাহি রয়
সরোবর বুকে নিত্য অনশ্বর,
দর্পণ পরে বহু ছায়া সঞ্চরে–
অভিমান নাহি সাজে দর্পণ ’পর।
বিদ্যুতে কিবা মুঠিতে বাঁধিতে পারে?
বিদ্যুৎ-গতি শাসনে বাঁধিবে কে সে?
দৃষ্টি-মোহন নভোচারী উল্কারে
কে বাঁধিবে বুকে তপ্ত ভ্রমণ শেষে?

দূরবর্তিনী, তোমার আমার মাঝে
উদাসীনতার স্ফটিক প্রাচীর গাঁথা,
দর্শন চাহি, স্পর্শন চাহি না যে,

BANGLADARSHAN.COM

পিপাসু নয়ন, ক্লান্ত চোখের পাতা।
ওগো গর্বিতা, সংহরো সংহরো,
এ নহেক মৃগ ত্রস্ত ও চঞ্চল,
অস্ত্র তোমার যত্নে রক্ষা করো,
শূন্য গগনে বাণ হানি' কিবা ফল!

জানুয়ারি ১৯৩৫

BANGLADARSHAN.COM

মা ফলেষু–

অনেক দিনের যত্নে রাখা আকাশকুসুমগুলি
তুব্‌রিবাজির ফুল্‌কি সম হঠাৎ মিলায় যবে,
সোনার ঝাঁপির ঢাক্‌না খুলে বেরোয় যখন ধূলি,
ভৈরবীসুর ডুবায় যখন গাড়ির চাকার রবে,
কাষ্ঠ-হাসি হাসে যখন আত্মীয়েরা সবে,
বান্ধবীরা নয়ন ফেরান মুখের দিকে চাহি,
যখন দেখি একলা আমি আছি বিশাল ভবে
তখন গীতায় স্মরণ করি ‘ফলের দাবি নাহি।’

সমস্ত দিন ছোটাছুটি উমেদারির পর
এসে দেখি টাকার তাগিদ–নিয়েছিলাম কবে!
সে যদি যায়, এ মন্তব্য শুনি অনন্তর,
‘ভালো করে চেষ্টাই নেই, কাজ কি করে হবে?’
ধার চাহিলে সদুপদেশ দেয় যবে বান্ধবে
‘ছাড়ো এবার তোমার এ চাল-চলনটা বাদ্‌শাহী।’
আপন সত্তা মিলিয়ে দিয়ে তৃতীয় পাণ্ডবে
তখন গীতায় স্মরণ করি ‘ফলের দাবি নাহি।’

পড়াশুনো বন্ধ যখন অনাহারের তাড়ায়,
দোষ ত্রুটিটা বিশ্বে যখন ছড়ায় সপল্লবে,
পুরো মাসের মাইনে যখন বাক্স থেকে হারায়,
রবিবারের ঘুমটি ভাঙে বিকট গানের রবে,
‘সুদটা ফেলে দাও হে’ বলেন কুসীদ্‌জীবী যবে,
তখন যদি বন্ধু শোনান চোখের জলে নাহি’,
পত্নী তাঁহার স্পষ্টভাষায় কী বলেছেন কবে
তখন গীতায় স্মরণ করি ‘ফলের দাবি নাহি।’

সংসারেতে ভাগ্য আসি’ ব্যঙ্গ করে যবে,
হাস্য মুখে সহ্য ক’রে চল্‌ছি সগৌরবে,

BANGLADARSHAN.COM

অশ্রু যদি পড়তে চাহে চোখের দু’কোণ বাহি
তখন গীতায় স্মরণ করি ‘ফলের দাবি নাহি।’

১৯৩১

BANGLADARSHAN.COM

আত্মীয়

একে তো আত্মীয়, তাতে টাকা আছে কয়েক হাজার,
একে তো মাকুন্দ মুখ, তার পরে পড়িয়াছে টাক!
যেদিন তোমারে দেখি বন্ধ হয় সেদিন বাজার;
জীবনে বৈরাগ্য আসে তোমা পাশে যদি পড়ে ডাক।
অমুক পোদ্দার তার টাকা আছে লাখ দশ বিশ–
তার সাথে দহরম-মহরম কেন দেখা যায়?
সে যদি পেন্সিল দেয়–অমনি 'বাঃ! কি সুন্দর! ইস্!'
সে যদি হঠাৎ হাঁচে–'অমুকদা এতোও হাসায়!'
এমনি অপূর্ব চীজ তুমি হলে আমার আত্মীয়
বিয়েতে দিতেই হবে একখানি নেমন্তন্ন-চিঠি।
সন্ধ্যার বাজার তাতে বেঁচে যাবে তোমার যদিও,
যদিও তা খেয়ে তুমি প্রচারিবে আমারি ত্রুটিটি।

২৬ জানুয়ারি ১৯৩৪

BANGLADARSHAN.COM

পুরুষস্য ভাগ্যম্

পুরুষের ভাগ্যলিপি জানিতে পারে না দেবতায়;–
তুমি সাহিত্যিক হবে সৃষ্টিকর্তা তা যদি জানিত,
তাহলে বস্তুত কিছু বস্তু দিত তোমার মাথায়,
তাহলে তোমাতে আর হরিজনে তফাৎ থাকিত।
আশ্চর্য! হ'লে না মুদি, হ'তে তুমি যাহার সর্দার,
(বাল্যকাল হ'তে তুমি ভালো করে করিতে যদি তা)।
প্রাচীন লেখকদের আধুনিক হে হুঁকোবর্দার,
তুমিও বিখ্যাত হলে সেই দুঃখে লিপি না কবিতা॥

৪ জানুয়ারি ১৯৩৪

BANGLADARSHAN.COM

পদ্য

বদ্যিনাথও পদ্য লেখে,
আপন চোখে আসচি দেখে।
চোদ্দখানা ডিক্‌সনারি
চলন্তিকা সঙ্গে তারি
সামনে থাকে, তার উপরে
দু'জন ডি-লিট্‌ মাইনে ক'রে
কাছেই আছে: কখন কী যে
আটকে যাবে, বদ্যি নিজে
তাই কি জানে? এই তো সেদিন
বদ্যি বলে, "মিল খুঁজে দিন
'নিস্‌নি' সনে"; অমনি তারা
কাগজ ঘেঁটে একশো তাড়া
বার ক'রে দেয় 'ধৃষ্ণি', তবে
বদ্যি মেলায় সগৌরবে॥

২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮

BANGLADARSHAN.COM

জনগণ

জনগণ নামে এক পশু আছে মস্তিষ্ক-বিহীন,
জানে না সে আপনার শক্তি, তাই পৃষ্ঠে বহে ভার
কাষ্ঠ আর প্রস্তরের; ক্ষুদ্র শিশু রশ্মি ধরি' তার
যে-পথে চালায়ে লয়, সেই পথে চলে সে অধীন।
একমাত্র পদাঘাত করে যদি, ভেঙে যাবে ক্ষীণ
শৃঙ্খল চরণ হ'তে, তবু ভয়ে শিশুর হুঙ্কার
মেনে চলে; আপনি সে নাহি বোঝে ভীতি আপনার,
মিথ্যা বিভীষিকা দেখি' বিমূঢ় সে কাঁপে নিশিদিন।

অদ্ভুত! সে আপনার হাতে বাঁধে পায়ের শৃঙ্খল,
রুদ্ধ করে আপনার মুখ; আর যুদ্ধ ও মরণ
ডেকে আনে, তারি অর্থ রাজা যবে করে বিতরণ;
তারি নিজ অধিকার স্বর্গ-মর্ত্য আর রসাতল
তাহা সে জানে না—যদি সেই কথা জানাতে কেবল
কেহ চায়, তবে তারে হত্যা করে পশু জনগণ॥

ইটালীয় কবিতা থেকে
১৯৩৮

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥